বাড়ির কাজ – ৬		
শ্রেণিঃ তৃতীয়	**বিষয়ঃ বাংলা**	
শিক্ষার্থীর নামঃ	**রোল নম্বরঃ**	**তারিখঃ**
নির্দেশনাঃ “চল চল চল” কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি, আবৃত্তি করি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।		

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঊর্ধ্ব গগন মাদল নিম্নে উতলা ধরণী অরুণ প্রাতে

ঊষা প্রভাত টুটাব তিমির বিন্ধ্যাচল নবীন সজীব শ্মশান

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নবীনদের ধরণী প্রভাতে উতলা বিন্ধ্যাচল মাদল সজীব

ক. তিনি .... বই পড়েন।

খ. সাঁওতালরা নাচের সময় .... বাজায়।

গ. আমরা .... বরণ করি।

ঘ. তরুণটি সব সময় .... থাকে ।

ঙ. .... খুবই সুন্দর ।

চ. মা সন্তানের জন্য .... হয়েছেন।

ছ. .... একটি পর্বতের নাম।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

ঊর্ধ্ব	র্ধ্ব	র্ধ	ব		
নিম্নে	ম্ন	ম	ন		
বিন্ধ্যাচল	ন্ধ্য	ন	ধ	্য	(য–ফলা)
মহাশ্মশান	শ্ম	শ	ম		

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. মাদল বাজে কোথায়?

১. ঊর্ধ্ব গগনে
২. ধরণী তলে
৩. ঊষার দুয়ারে
৪. মহাশ্মশানে

খ. অরুণ প্রাতের দলে কারা আছে?

১. শিশুরা
২. কিশোরেরা
৩. তরুণেরা
৪. প্রবীণেরা

৫. কথাগুলো বুঝে নিই এবং লিখি।

ক. আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তরুণেরা সজীব প্রাণের অধিকারী। তারা সব সময় অন্ধকার দূর করতে চায়। তারা এ জন্য সব বাধা ডিঙিয়ে যাবে।

খ. নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,

মহাশ্মশানে প্রাণের আনন্দ নেই। তরুণেরা নতুনের গান গেয়ে মহাশ্মশানকে সজীব করে তুলবে।

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সারি বেঁধে কারা চলেছে?

খ. কারা তিমির দূর করবে?

গ. বিন্ধ্যাচল কী?

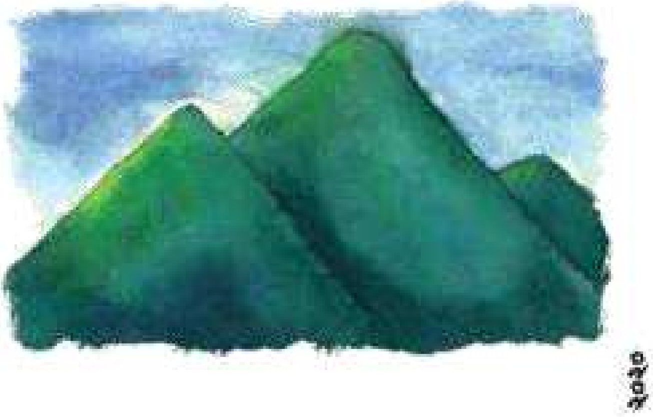

৭. আগের চরণটি বলি ও লিখি।

ক. ....,

নিম্নে উতলা ধরণী-তল,

খ. ....

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

গ. ....

সঞ্জীব করিব মহাশ্মশান,

৮. একই অর্থের শব্দ জেনে নিই।

গগন – আকাশ, আসমান, নভ।

ধরণী – পৃথিবী, অবনী, জগৎ।

৯. তালে তালে পা ফেলে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. কবিতাটি লিখি।

১১. সবাই মিলে কবিতাটি সুর করে গাই।